পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার (লেভেল: ৮-১০)
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০।
www.pallisanchaybank.gov.bd

তারিখঃ ১৩/০৮/২০২৪ খ্রি.

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

গত ০৭/০৮/২০২৪ তারিখ হতে অদ্যবদি ২৩ জন সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, কতিপয় প্রিন্সিপাল অফিসার ও সিনিয়র অফিসার পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে আসছে। আমি পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ মোঃ জামিনুর রহমান, আমাকে তারা বিগত ০৭/০৮/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২/০৮/২০২৪ তারিখ দুপুর পর্যন্ত অবরুদ্ধ করে জোরপূর্বক অনেক আইন বহির্ভূত অফিস আদেশ স্বাক্ষর করিয়েছেন।

সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য অফিস আদেশ গুলো নিম্নরূপঃ
১। সকল সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, সকল প্রিন্সিপাল অফিসার, জনাব মোঃ ফেরদৌস বিন আলীম (সিস্টেম এনালিস্ট) এর স্থায়ীকরণের অফিস আদেশ। যা পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের চাকরি প্রবিধানমালা ২০২২ এর পরিপন্থী
২। জনাব মোঃ শাহেদ আলমগীর (সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট) এর সাময়িক বরখাস্তের অফিস আদেশ।
৩। জনাব আল্লামা মোহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া তানহার (সিস্টেম এনালিস্ট) এর অরগানোগ্রাম বহির্ভূত বদলীর অফিস আদেশ ও সাময়িক বরখাস্তের অফিস আদেশ।

২০২২ সালের পরে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে যোগদানকৃত কর্মকর্তাগণ যাদের এখনও স্থায়ীকরণের সময় হয়নি তারা তাদের অনৈতিক দাবি আদায় করতে মিথ্যা, বানোয়াট, ভিত্তিহীন, অসত্য তথ্য ছড়িয়ে ব্যংকের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছে এবং আমাকে জোরপূর্বক অবরুদ্ধ করে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক চাকরি প্রবিধানমালা ২০২২ অনুযায়ী শিক্ষানবিশকাল সমাপ্তির পূর্বেই স্থায়ীকরণ পত্রে স্বাক্ষর করিয়েছে। ১২/০৮/২০২৪ তারিখ বিকালে উক্ত অফিস আদেশসমুহ বাতিল করে আমি অফিস ত্যাগ করেছি। কিন্তু আমি শেখ মোঃ জামিনুর রাহমান, (ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক) ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদ হতে অব্যহতি দিইনি এবং দেওয়ার ইচ্ছাও নেই। এ বিষয়ে আমার উপর কোন চাপ নেই, বরং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে আমি অফিস ত্যাগ করলাম। ব্যাংকের এই অস্থিতিশীল পরিস্থিতি চলমান থাকা অবস্থায় এই বিজ্ঞপ্তির পর হতে আমি বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত আর কোন অফিস আদেশ এ স্বাক্ষর করবনা। কিছু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী প্রচার করছে, ব্যাংকের ওয়েবসাইট হ্যাক করা হয়েছে, যা সম্পূর্ণভাবে অসত্য। পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ওয়েব পোর্টাল চালু আছে। যারা এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে তারা ব্যাংকের সকল প্রকার ক্ষতির জন্য দায়ী থাকবে । উক্ত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের প্রত্যেককে সঠিক তদন্ত পূর্বক কঠিন শাস্তির আওতায় আনা হবে। সকলকে শান্ত থেকে কাজ করার অনুরোধ করা হলো।

(শেখ মোঃ জামিনুর রহমান)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক